

নিউ থিয়েটার্স' কর্তৃক প্রযোজিত



শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

শরৎ চন্দ্রের

# দেবদাস

পরিবেশক :-

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

# —দেবদাস—

## চরিত্র

দেবদাস	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
পার্বতী	...	যমুনা
চন্দ্রমুখী	...	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	...	ক্ষেত্রবালা
চুণীলাল	...	অমর মল্লিক
ভুবন চৌধুরী	...	দীনেশ দাস
ধর্মদাস	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
অক্ষ ভিখারী	...	কৃষ্ণচন্দ্র
দ্বিজদাস	...	নির্মল দাস গুপ্ত
জনৈক ভদ্রলোক	...	সায়গল
মহেশ	...	শৈলেন পাল
গাড়োয়ান	...	অহি সাত্তাল
যশোদা	...	নীলা
জলদবালা	...	কিশোরী
বড় বৌ	...	প্রভাবতী

# দেবদাস

( গল্পাংশ )

তালসোনাপুর গ্রামের—

জমিদার নারায়ণ মুখুজ্জের ছেলে—“দেবদাস”  
আর পড়সী নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর মেয়ে—“পার্বতী”।

\* \* \* \*

পিতা বলিলেন “দেবো কলকাতায় যাক—সেখান থেকে ভাল করে পড়াশুনো করতে পারবে।”

পার্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—“দেবদা, তুমি বুঝি কলকাতায় যাবে?” দেবদাস বলিল—“আমি কিছুতেই যাব না।” কিন্তু—দেবদাসকে কলিকাতায় যাইতে হইল।

\* \* \* \*

চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন হইয়াছে। বাল্যস্মৃতি বিজড়িত সেই স্মৃথ দুঃখের কথা……সেই হাসি কান্না মারামারি খেলাধুলার কথা……।

পার্বতীর বিবাহের বয়স হইল। পার্শ্বর ঠাকুমা দেবদাসের জননীর কাছে তাহাদের বিবাহের কথা পাড়িলেন। কিন্তু বেচাকেনা চক্রবর্তী ঘরের মেয়ে? কর্তা বলিলেন—“কুলের কি মুখ হাসাব?”

পার্বতীর পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—“মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হবে না—বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুৎসিত নয়।”

তাই বর্দ্ধমান জেলার এক গ্রামের জমিদার ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বর দোজবরে বড় বড় ছেলে মেয়ে বয়স চল্লিশ—কিন্তু তা হইলে কি হয়। জমিদার স্বচ্ছল অবস্থা—মেয়ে যে স্মৃথে স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

\* \* \* \*



রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্বতী দেবদাসকে জাগাইল। দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না? পার্বতী বলিল—“মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।”

দেবদাস বলিল—“পার্বতী আমাকে ছাড়া কি তোর উপায় নেই?”

পার্বতী বলিল—“না।”

\* \* \* \*

দেবদাস বলিল—“চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।”

—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে?”

—“ক্ষতি কি, যদি ছুঁই ম রটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”—

কিন্তু উপায় কিছুই হইল না দেবদাসকে কলিকাতায় বাইতে হইল। আর পার্বতীরও ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

\* \* \* \*

জমিদার পুত্র—কলিকাতা—বন্ধু বান্ধব ও পার্বতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার দুঃখ ভুলিতে মদ ধরিল। চন্দ্রমুখী বারণ করে; বলে—“দেবদাস! আর মদ খেও না, সহিতে পারবে না।”

দেবদাস বলে—“সহিতে পারবো বলে মদ খাইনে এখানে আসবো বলে মদ খাই.....লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে এসে মাতাল হই।.....”

এমন করে দেবদাসের দিন যায়। এদিকে পার্বতী তাহার স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।.....

ছোট্ট বোটের আগমনে জমিদার ভুবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

\* \* \* \*

মানুষ চিরকাল থাকে না.....দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই দ্বিজদাস ও বৌদিদি দেবদাসের অংশের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

দেবদাসের সেই শয়ন ঘর রাত্রি সেই একটা, পার্বতী আবার আসিল। তাহার ছেলেবেলার সেই দেবদার দুর্গতি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি মদ খেতে শিখলে কেন, আর কত হাজার টাকার নাকি গয়না গড়িয়ে দিয়েছ”.....আরও বলিল—“দেবদা, “আমি যে মরে যাচ্ছি—কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার আজন্মের সাধ—” দেবদাসের চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা করিল “একথা কখনও ভুলবো না—আমাকে বস্ত্র করলে যদি তোমার দুঃখ ঘোচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার আগেও একথা আমার স্মরণ থাকবে।”

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে যে তাহার বন্ধন কিছুই নাই। পার্বতী সে যে আজ পরস্ত্রী—তাহাকে সে যে জন্মের মত হারাইয়াছে। চন্দ্রমুখী?—না তাহার ঘৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু মদকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই নিজের সমস্ত দুঃখ ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

দিন যায়.....একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাস্তার উপর পড়িয়া আছে—গায়ে জ্বর, লিভারের ব্যথা—শরীর বুঝি আর চলে না। চন্দ্রমুখী তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া, তাহার সর্ব্বশ্ব দিয়া শুশ্রূষা করিয়া দেবদাসকে আবার ভাল করিয়া তুলিল। চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে ভালবাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া দেবদাস একদিন জিজ্ঞাসা করিল—“চন্দ্রমুখী, তুমি আমার কেন এত প্রাণপণে সেবা করছ?” চন্দ্রমুখী বলিয়া ফেলিল—“তুমি আমার সর্ব্বশ্ব, তাকি আজও বুঝতে পারনি?” দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—“তা পেরেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাই না”.....দেবদাস চলিয়া গেল।

মরণের পথে দাঁড়াইয়া দেবদাসের মনে পড়িল, পার্বতীর কাছে তাহার প্রতিজ্ঞা সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে বাইবে.....দেবদাস তাই ফিরিল। সংসারে তার সব চেয়ে আপন্যার পার্বতী। তাহারই কাছে পৌঁছিতে হইবে।

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

আর পার্বতী?



## গান

( ১ )

যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে ।  
 অবোধ শিশুর মত বাণী বিশ্ব করে কানাকানি,  
 বলে—“যেতে দিবনা রে” প্রেমেরি গরবে ॥  
 মরমের এই প্রার্থনা যে প্রকাশ করা শুধুই সাজে  
 হার মানিয়ে বারে বারে আসবে সময় যবে ।  
 বুক ভরা সব স্নেহের বাঁধন তবু বিফল হ'বে ॥  
 গভীর দুঃখ-ব্যথায় মগন নিখিল আকাশ ধরা  
 যতই চলি শুনি যেন ব্যাকুল করা স্রস্টা কেন  
 সেই পুরাতন বিপুল কাঁদন অসীম মায়ায় ভরা ।  
 মানব হৃদয় একতারাতে উঠেছে ধ্বনি দিবস রাতে  
 “যেতে নাহি দিব তোমায়”—অনাহত রবে ॥

( ২ )

আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চাঁদে  
 প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বেঁধে গেলে ফাঁদে ।  
 মনে পড়ে সেই দিটি  
 অধরে চুষন মিষ্টি

বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কাঁদে ।

( ৩ )

তুমি একলা ঘরে রও গো তোমার  
 চেয়ে বিজন পথের পারে ।

কোনু ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে

দেখবে বলে হৃদয় দ্বারে ।

কি যেন চাও বলবে কারে কিছই তোমার হয় না বলা  
 থাকে সেগো অগম দেশে, মিছে অভিসারের চলা ।

পথ যে স্ফূর সব অচেনা,

বিফল প্রাণের লেনা দেনা রে ।

ও যে অশ্রু-জাঁখি রও একাকী আপন বাতায়নের ধারে ।

( ৪ )

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙ্গা কপোল খানি ।  
 ভোমরা সম গুণ-গুণিয়ে শুনিবে যাবো প্রণয় বাণী ॥

একটু তোমার পরশ লাগি পরাণ আমার হয় বিরাগ  
 পিয়াস জাগার অধর তব দেয় কামনার খবর আনি ॥  
 কঁু ড়ির বুক গন্ধে যেমন কাঁদে সমীর মিলন তরে ।  
 তোমায় বাচি বাসনা মোর আকুল আশায় কেঁদে মরে ॥  
 প্রেম যদি না দিলে প্রাণে আসবো তবে কিসের টানে ।  
 তবু কেন চোখের কোনে হাসির খেলা নাহি জানি ॥

( ৫ )

কাহারে যে জড়াতে চায় ছুটা বাহুলতা ।

কে শুনেছে মোর পরাণের নীরব আকুলতা ।

হুপুর বলে নাচের তালে

বাঁধবো তারে প্রেমের জালে,

তুই অধরে শুনাবে যে

মদির মিলন কথা ॥

দেব বৃকের 'পরে

আলিঙ্গনের লতার ডোরে

আজকে বঁধু যৌবনেরি

জাগাও চপলতা ॥

( ৬ )

ওরে আমার কঁুচ বরণ পরাণ-সখীরে ॥

চোখের পলক পড়ে না মোর তাহার লাগিরে ।

আঁকা বাঁকা এ পথ ধরে চলছি দিবা রাতি ॥

নিভ নিভ হয়ে এলো এই জীবনের বাতি ।

কান্নারি স্র হরে যায়রে বাহাই বকিরে ॥

( ৭ )

ও তোর মরণ যেদিন আসবে কাছে

পারের বাঁশী বাজবে কানে ।

যেন বহে প্রাণে শান্তি ধারা

একটা ব্যাকুল অশ্রু দানে ॥

তোর জীবনের কল্যাণী সে নাশে যেন বিষাদবিষে ।

সহজ মনে যেন রে তুই পারিস যেতে দূরের পানে ॥

ওরে শূন্য বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চরম ক্ষণে

ব্যথায় করুণ মুখখানি তোর ওঠে ভাসি চোখের কোণে

যেন ললাটে তোর পৌছে এসে স্নেহে কর'পরশ-শেষে

ভরা তাহার হৃদয় পরাণস্বমুখে তোর যেন আনে ।



---

Published by Aurora Film Corporation Limited and Printed at Prosanna Printing Press,  
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

---





দেবদাস

দেবদাস চলিয়াছে, দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সঙ্গে পুরাতন চাকর—তার ধর্মদা। দেবদাসের শূন্য মন মাঝে মাঝে হাহাকার করিয়া উঠে—দেহের উপর যত্ন নাই, অত্যাচার অবসাদে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল—কালব্যাপি ধরিল।

মরণের পারে দাঁড়াইয়া দেবদাসের মনে পড়িল, পার্কেতীর কাছে তাহার প্রতিজ্ঞা। সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে যাইবে। .....দেবদাস তাই ফিরিল। সংসারে তার সবচেয়ে আপনার পার্কেতী। তাহারই কাছে পৌঁছিতে হইবে।

ট্রেন চলিয়াছে। দীর্ঘ পথ—সময় কম, তাই আরও স্তর্দীর্ঘ মনে হয়। দেবদাসের মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।



দেবদাস

ট্রেন হইতে গরুর গাড়ী আরও দুইদিন লাগিবে। দেবদাস গাড়ীর ভিতর অসাড়—অচেতন। মৃত্যুর করাল ছায়া তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সজ্ঞান হইয়া দেবদাস গাড়োয়ানকে বলিল—“ওরে, আর কত পথ? আর যে সময় নেই।”

সময় ছিলও না।

মরে সবাই.....দেবদাসও মরিল—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু





সে সময় যেন একটি কর্পর্শ—একফোঁটা চোখের জল—একটি করুণাত্মক স্নেহময় মুখ দেখিয়া সে মরিতে পারে—

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

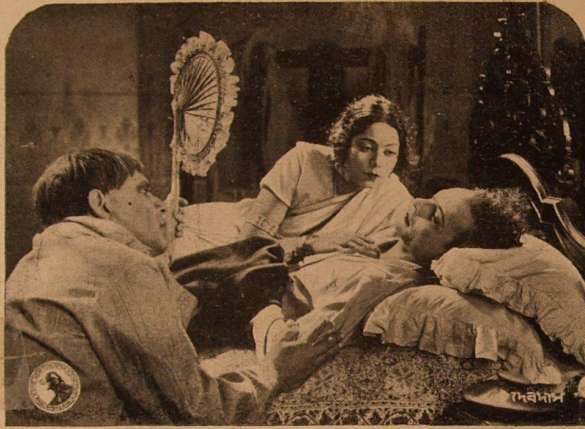
আর পার্বতী?.....



## পান

- ১। যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে।  
 অবোধ শিশুর মত বাণী বিশ্ব করে কানাকানি  
 বলে—“যেতে দিব না রে” প্রেমেরি গরবে।  
 মরমের এই প্রার্থনা যে প্রকাশ করা শুধুই সাজে,  
 হার মানিবে বারে বারে আসবে সময় যবে।  
 বুক-ভরা সব স্নেহের বাঁধন তবু বিফল হ'বে ॥  
 গভীর দুঃখ-ব্যথায় মগন নিখিল আকাশ ধরা  
 যতই চলি শুনি যেন ব্যাকুল করা স্বরটা কেন  
 সেই পুরাতন বিপুল কাঁদন অসীম মায়ায় ভরা।  
 মানব-হৃদয় একতারাতে উঠে ধ্বনি দিবস-রাতে  
 “যেতে নাহি দিব তোমায়”—অনাহত রবে।





- ২। আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বন-টাদে।  
প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বেঁধে গেলে ফাঁদে।  
মনে পড়ে সেই দিটি  
অধরে চুম্বন মিটি  
বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কাঁদে।
- ৩। তুমি একলা ঘরে রও গো তোমার,  
চেয়ে বিজন পথের পারে।  
কোন ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে  
দেখবে বলে হৃদয় দ্বারে।  
কি যেন চাও বলবে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা  
থাকে সেগো অগম দেশে, মিছে অভিসারের চলা।  
পথ যে স্বদূর সব অচেনা,  
বিফল প্রাণের লেনা-দেনা-রে।  
ও যে অশ্রু-আঁখি রও একাকী আপন বাতায়নের ধারে।

- ৪। গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোল-খানি।  
ভোমরা সম গুণ-গুনিয়ে শুনিয়ে যাবো প্রণয়-বাণী ॥  
একটু তোমার পরশ লাগি পরাণ আমার হয় বিবাণী  
পিয়াস জাগায় অধর তব দেয় কামনার খবর আনি ॥  
কুঁড়ির বৃকে গন্ধ যেমন কাঁদে সমীর মিলন তরে।  
তোমায় বাচি বাসনা মোর আকুল আশায় কেঁদে  
প্রেম যদি না দিলে প্রাণে আসবো তবে কিসের টানে।  
তবু কেন চোখের কোণে হাসির খেলা—নাহি জানি ॥

- ৫। কাহারে যে জড়াতে চায় ছুটি বাহুলতা।  
কে শুনেছে মোর পরাণের নীরব আকুলতা।  
নুপুর বলে নাচের তালে  
বাঁধবো তারে প্রেমের জালে,  
ছুই অধরে শুনাবে যে  
মদীর-মিলন-কথা ॥  
লতিয়ে দেব বৃকের পরে  
আলিঙ্গনের লতার ডোরে  
আজকে বঁধু যৌবনেরি  
জাগাও চপলতা ॥



## দেবদাস

৬।

ওরে আমার কুঁচবরণ পরাণ-সখিরে ॥  
চোখের পলক পড়ে না মোর তাহাই লখিরে ॥  
আঁকা বাঁকা এ পথ ধরে চলিচি দিবারাতি ।  
নিভ-নিভ হয়ে এলো এই জীবনের বাতি ।  
কান্নারি সুর হয়ে যায়রে বাহাই বকিরে ।

---

৭।

ও তোর মরণ যেদিন আসবে কাছে  
পারের বাঁশী বাজবে কানে ।  
যেন বহে প্রাণে শাস্তি ধারা  
একটী ব্যাকুল অশ্রু-দানে ।  
তোর জীবনের কল্যাণী যে নাশে যেন বিষাদ-বিষে ।  
সহজ মনে যেন রে তুই পারিস যেতে দূরের পানে ॥  
ওরে শূন্য বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চরম-ক্ষণে  
ব্যথায় করুণ মুখখানি তোর ওঠে ভাসি চোখের কোণে  
যেন ললাটে তোর পৌঁছে এসে স্নেহের-কর-পরশ-শেষে  
ভরা তাহার হৃদয় পরাণ স্তম্ভে তোর যেন আনে ।

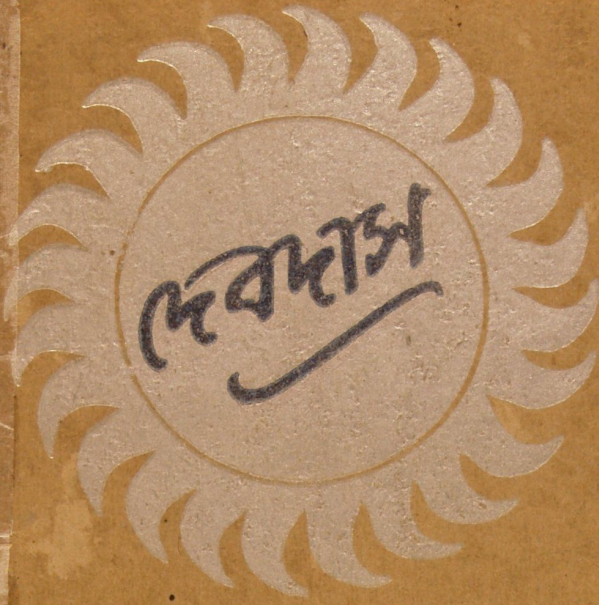
---







30-3-35



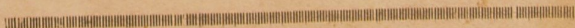
३३





# দেবদাস

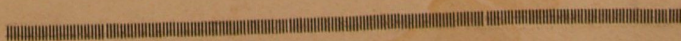
চিত্র



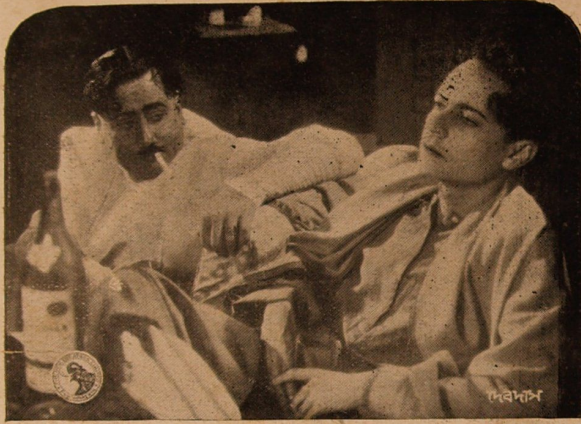


## দেবদাস ৪ চরিত্র

দেবদাস	...	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
পার্বতী	...	...	যমুনা
চন্দ্রমুখী	...	...	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	...	...	ক্ষেত্রবালা
চুনীলাল	...	...	অমর মল্লিক
ভূবন চৌধুরী	...	...	দীনেশ দাশ
ধর্মদাস	...	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
অক্ষ ভিখারী	...	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে
দ্বিজদাস	...	...	নির্মল দাশগুপ্ত
জনৈক ভদ্রলোক	...	...	সায়গল
মহেশ	...	...	শৈলেন পাল
গাড়েয়ান	...	...	অহি সান্যাল
যশোদা	...	...	লীলা
জলদবালা	...	...	কিশোরী
বড়-বৌ	...	...	প্রভাবতী







দেবদাসের চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—  
“একথা কখনো ভুলবো না—আমাকে বড় করলে যদি তোমার দুঃখ  
ঘোচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার-আগেও একথা আমার  
স্মরণ থাকবে।”

\* \* \* \*

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকি সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা  
লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে যে তাহার বন্ধন কিছুই নাই।  
পার্বতী! সে যে আজ পরত্নী—তাহাকে যে সে জন্মের মত  
হারাইয়াছে! চন্দ্রমুখী?—না, তাহার স্মৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু  
মদকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই নিজের সমস্ত দুঃখ  
ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

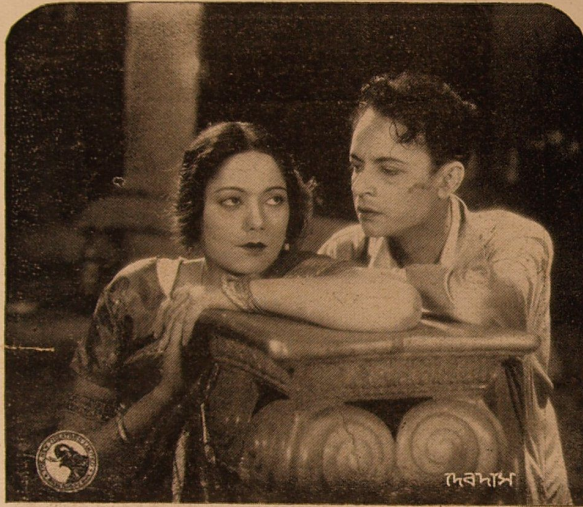
\* \* \* \*



দিন যায়... .....একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাস্তার উপর  
পড়িয়া আছে—গায়ে জ্বর, লীভারের ব্যথা—শরীর বুঝি আর চলে না।  
চন্দ্রমুখী তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া, তাহার সর্বদশ দিয়া  
সেবা শুশ্রূষা করিয়া দেবদাসকে আবার ভাল করিয়া তুলিল।  
চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে ভাল বাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া দেবদাস  
একদিন জিজ্ঞাসা করিল—“চন্দ্রমুখী, তুমি আমার কে, যে এত প্রাণপনে  
আমার সেবা করছ?” চন্দ্রমুখী বলিয়া ফেলিল—“তুমি আমার সর্বদশ,  
তাকি আজও বুঝতে পারোনি?” দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—“তা  
পেরেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাইনা”.....দেবদাস চলিয়া গেল।

\* \* \* \*





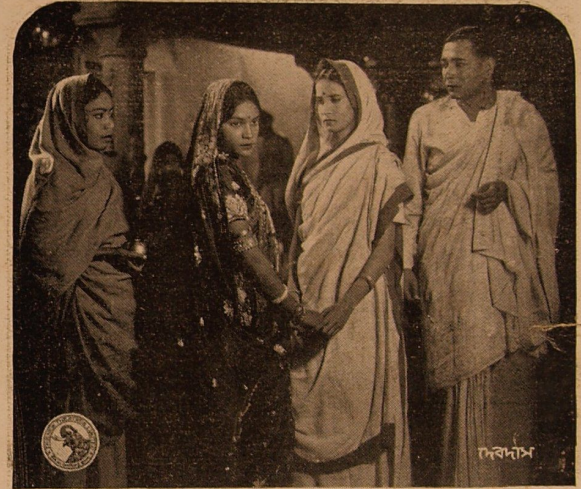
পার্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—“দেবদা, তুমি বুঝি কলকাতায় যাবে ?” দেবদাস বলিল—“আমি কিছুতেই যাবনা।” কিন্তু—দেবদাসকে কলকাতা যাইতে হইল।

\* \* \* \*

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে দেখিয়া পার্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেকবার চক্ষু মুছিল। বাল্যস্মৃতি বিজড়িত সেই স্নেহ দুঃখের কথা.....সেই হাসি কান্না, সেই মারামারি খেলাধুলোর কথা.....

\* \* \* \*

পার্বতীর বিবাহের বয়স হইল। পারুর ঠাকুমা দেবদাসের



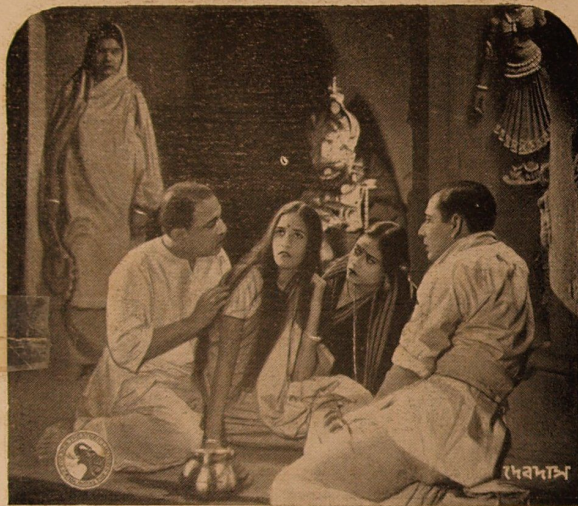
জনীর কাছে তাহাদের বিবাহের কথা পাড়িলেন। কিন্তু বেচাকেনা চক্রবর্তী ঘরের মেয়ে ? কতী বলিলেন—“কুলের কি মুখ হাসাব ?”

পার্বতীর পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—“মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হয় না—বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুৎসিত নয়।”.....

তাই বর্দ্ধমান জেলার এক গ্রামের জমিদার ভূবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বর দোজবরে—বড় বড় ছেলে মেয়ে—বয়স চল্লিশ—কিন্তু তাহা হইলো কি হয়! জমিদার—স্বচ্ছল অবস্থা—মেয়ে যে স্নেহে স্বচ্ছন্দে থাকিবে—

\* \* \* \*





রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্বতী নিঃশব্দে দেবদাসের ঘরে আসিয়া দেখিল দেবদাস নিদ্রিত। পার্বতী দেবদাসকে জাগাইল.....দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?” পার্বতী বলিল—“মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে”।

দেবদাস বলিল—“পাক—আমাকে ছাড়া কি তোর উপায় নেই?” পার্বতী বলিল—“না”।

\* \* \* \*

দেবদাস বলিল—“চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।”



—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে?”—

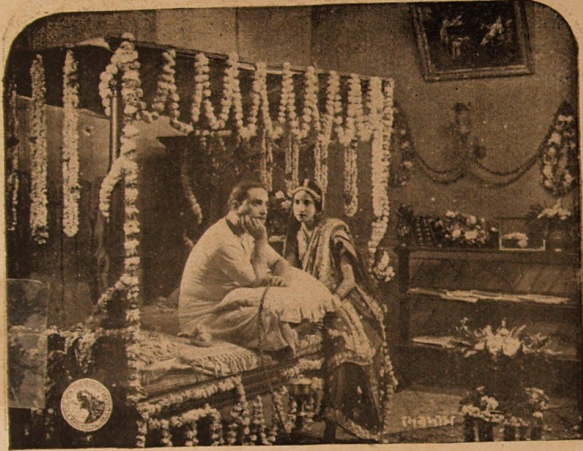
“ক্ষতি কি, যদি দুর্গাম রটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”——

কিন্তু উপায় কিছু হইল না। দেবদাসকে কলিকাতা যাইতে হইল। আর পার্বতীরও ভূবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

\* \* \* \*

জমিদার পুত্র—কলিকাতা—বন্ধু বান্ধব পার্বতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার দুঃখ ভুলিতে মদ ধরিল। বন্ধু চুণীলাল অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমুখীর ঘর—চন্দ্রমুখী বারণ করে; বলে, দেবদাস! আর মদ খেওনা, সইতে পারবেনা।’





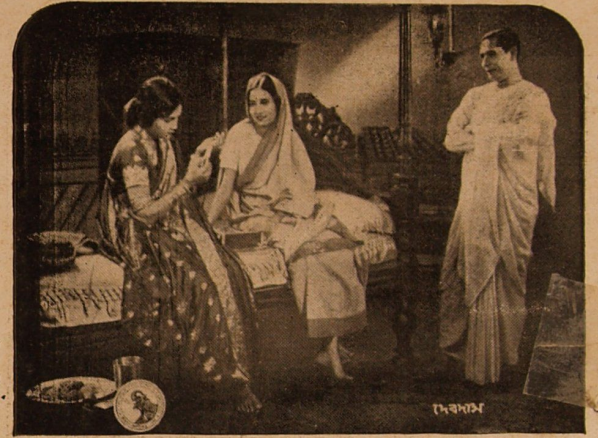
দেবদাস বলে—“সইতে পারবো বলে মদ খাইনে—এখানে আসব বলে মদ খাই.....লোকে পাপ কাজ আধারে করে, আর আমি এখানে এসে মাতাল হই।.....”

এমনি করে দেবদাসের দিন যায়। এদিকে পার্বতী তাহার স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। এই ছোট্ট গৃহিণীর সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ভুবন বাবুর মুখ দিয়া অক্ষুটে বাহির হইয়া পড়ে—আহা! ভাল করিনি।

পার্বতী বলে—“কি ভাল করনি গো?”—“ভাবছি তোমাকে এখানে সাজেনা—”। পার্বতী হাসিয়া বলে—“খুব সাজে, আমাদের আবার সাজাসাজি কি?”

ছোট্ট বউটির আগমনে জমিদার ভুবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

\* \* \* \*



মানুষ চিরকাল থাকে না।.....দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই বিজয়দাস ও বৌদিদি দেবদাসের অংশের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

\* \* \* \*

দেবদাসের সেই শয়ন-ঘর—রাত্রি সেই একটা। সেই পার্বতী আবার আসিল। তাহার ছেলেলেলার সেই দেবদাস'র দুর্গতি দেখিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি মদ খেতে শিখলে কেন, আর কতহাজার টাকার নাকি গয়না গুড়িয়ে দিয়েছ”.....আরও বলিল—“দেবদাস! আমি যে মরে যাচ্ছি—কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার আজন্মের, সাধ—”



দেবদাস

চিত্রশিল্পী :-

নীতিন বসুর তত্বাবধানে—

ইয়্যুসুফ মুলজী

দিলীপ গুপ্ত

সুধীন মজুমদার

শব্দযন্ত্রী :-

লোকেন বসু

শ্যামসুন্দর বিশ্বাস

মনী মিত্র

সঙ্গীত পরিচালক :-

রাইচাঁদ বড়াল

পঙ্কজ মল্লিক

ব্যবস্থাপক :-

অমর মল্লিক

অনাথ মৈত্র

বোকেন চট্টোপাধ্যায়

গান :-

বাণী কুমার

রসায়নাগারাদাক্ষ :-

সুবোধ গাঙ্গুলী

সম্পাদক :-

সুবোধ মিত্র

পরিচালক

চিত্রনাট্যকার

} :-

প্রমথেশ বড়ুয়া

ফণি মজুমদার



তালসোনা পুর গ্রামের—

জমিদার নারায়ণ মুখুজ্জের ছেলে—দেবদাস ;

আর পড়সী নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর মেয়ে—পার্বতী ।

\* \* \* \*

পিতা বলিলেন—“দেবা কল্কাতায় যাক—সেখানে থেকে ভাল  
করে পড়াশুনা করতে পারবে।”

\* \* \* \*



## গান

( ১ )

যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে ।  
 অবোধ শিশুর মত বাণী বিখ করে কানাকানি  
 বলে—“যেতে নিবনা রে” প্রেমেরি গরবে ॥  
 মরমের এই প্রাৰ্শনা যে প্রকাশ করা শুধুই সাজে  
 হার মানিয়ে বাঁরে বাঁরে আসবে সময় হবে ।  
 বুক ভরা সব স্নেহের বাঁধন তবু বিফল হ'বে ॥  
 গভীর চুপ-বাখায় মগন নিখিল আকাশ ধরা  
 বতই চলি শুনি যেন ব্যাকুল করা সুরতী কেন  
 সেই পুরাতন বিপুল কানন অসীম মায়ায় ভরা ।  
 মানব হৃদয় একতারাতে উঠেছে ধ্বনি বিবস রাতে  
 “যেতে নাহি দিব রে তায়”—অনাহত রবে ॥

( ২ )

আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চাঁদে  
 প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বেঁধে গেলে ফাঁদে ।  
 মনে পড়ে সেই দিটি  
 অধরে চুখন মিটি

বাসর শরন লাগি আকুল কামনা কীদে ।

( ৩ )

তুমি একলা ঘরে রও গো তোমার  
 চেয়ে বিজ্ঞ পথের পারোঁ  
 কোন্‌ ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে

দেখবে বলে হৃদয় দ্বারে ।

কি যেন চাঁও বলবে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা  
 থাকে দেগোঁ অগম দেশে, মিছে অভিদারের চলা ।

পথ যে হৃদুর সব অচেনা,

বিফল প্রাণের লেনা দেনা রে ।

ও যে অশ্রু-আঁধি রও একাকী আপন বাতায়নের ধারে ।

( ৪ )

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাসা কপোল খানি  
 ভোমরা সম গুণ গুণিয়ে শুনিবে বাবো প্রণয় বাণী ॥

একটু তোমার পরশ লাগি পরাণ আমার হয় বিবাণী  
 পিয়াস জাগায় অধর তব দেয় কামনার খবর আনি ॥  
 কুঁড়ির বৃকে গন্ধে যেমন কাঁদে স্নানীর মিলন তরে ।  
 তোমায় যাচি বাসনা মোর আকুল আশায় কেঁদে মরে ॥  
 প্রেম যদি না দিলে প্রাণে আসবো তব কিদের টানে ।  
 তবু কেন চোখের কোনে হাসির খেলা নাহি জানে ॥

( ৫ )

কাহারে যে জড়াতে চায় ছুটি বাহুলতা ।  
 কে শুনেছে মোর পরাশের নারব আকুলতা ।  
 ছুপুর বলে নাচের তালে  
 বাঁধবো তা'রে পেমের জালে,  
 ছুই অধরে শুনাবে যে  
 মদির মিলন কথা ॥  
 দেব বৃকের 'পরে  
 আলিঙ্গনের লতার ডোরে  
 আজকে বঁধু যৌবনেরি  
 জাগাও চপলতা ॥

( ৬ )

ওরে আমার কুঁচ বরণ পরাণ-সখীরে ।  
 চোখের পলক পড়ে না মা'র তাঁগার লাগিরে ॥  
 জাঁকা বঁকা এ পথ ধরে চনছি দিবা রাত্তি ।  
 নিভ নিভ হয়ে এলো এই জীবনের বাত্টি ॥  
 কামারি স্মর হয়ে যায়বে বাগ্‌ট বকিরে ॥

( ৭ )

ও তোর মরণ যেদিন আসবে কাছে  
 পারের বাঁধী পাজবে কানে ।  
 যেন বহে প্রাণে শাস্তি ধাং  
 একটা ব্যাকুল ঝশ্ব ধানে ॥

তো'র জীবনের কলাগী সে নাশে যেন বিষাদবিষে ।  
 সহজ মনে যেন রে তুই পারিস যেতে দু'রের পানে ॥  
 ওরে শক্ত বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চরম ক্ষণে,  
 বাখায় করণ মুখখানি তো'র হঠে ভাসি তো'খের কোণে ।  
 যেন ললাটে তো'র পৌছে এসে স্নেহে কর পরশ-শেষে,  
 ভরা তাহার হৃদয় পরাণ ওমুখে তো'র যেন আনে ।



মূল্য—দুই আনা



★

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

# মহাপ্রস্থানের পথে

—ভ্রমণকাহিনী—  
প্রবোধ সান্যাল

পরিচালনা—কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক

## শ্রীমুহুই আসিতেছে

চিত্রা ● প্রাচী ● ইন্দিরা

ও

অন্যান্য চিত্রগৃহে

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও  
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৭ বি, গ্রে স্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।





শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

# শরৎচন্দ্রের

অনুপ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়



# দেবদাস

নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক প্রযোজিত



—দেবদাস—

চরিত্র

দেবদাস	...	প্রমথেশ বড়য়া
পার্বতী	...	যমুনা
চন্দ্রমুখী	...	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	...	ক্ষেত্রবালা
চূণীলাল	...	অমর মল্লিক
ভুবন চৌধুরী	...	দীনেশ দাস
ধর্মদাস	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
অক্ষ ভিখারী	...	কৃষ্ণচন্দ্র
দ্বিজদাস	...	নির্মল দাসগুপ্ত
জ্ঞানৈক ভদ্রলোক	...	সায়গল
মহেশ	...	শৈলেন পাল
গাড়োয়ান	...	অহি সাচ্চাল
যশোদা	...	লীলা
জলদবালা	...	কিশোরী
বড় বৌ	...	প্রভাবতী

চিত্রপরিবেশকঃ—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

১২৫, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

দেবদাস

( গল্পাংশ )

তালসোনাপুর গ্রামের—

জমিদার নারায়ণ মুখুজ্জের ছেলে—‘দেবদাস’

আর পড়নী নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর মেয়ে—পার্বতী

পিতা বলিলেন—‘দেবী কলকাতায় যাক—সেখানে থেকে ভাল করে পড়াশুনা করতে পারবে।’

পার্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—‘দেবদা, তুমি বৃষ্টি কলকাতায় যাবে ? দেবদাস বলিল—‘আমি কিছুতেই যাব না।’ কিন্তু—দেবদাসকে কলিকাতায় বাইতে হইল।

চার বৎসর কাটয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন হইয়াছে। বালাশ্রুতি-বিজড়িত সেই স্নেহ ড্রুংখের কথা.....সেই হাসি কান্না মায়ামারি খেলাধুলার কথা.....

পার্বতীর বিবাহের বয়স হইল। পানুর ঠাকুরমা দেবদাসের জননীরা কাছে তাহাদের বিবাহের কথা পাড়িলেন। কিন্তু বেচাকেনা চক্রবর্তী ঘরের মেয়ে ? কর্তা বলিলেন—‘কুলের কি মুখ হাসাব ?’

পার্বতীর পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—‘মেয়ের বিয়ে নিতে আমাদের পাষে ধরে বেড়াতে হয় না—বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুৎসিত নয়।’

তাই বর্দ্ধমান জেলায় এক গ্রামের জমিদার ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বর দোজবরে—বড় বড় ছেলে মেয়ে—বয়স চল্লিশ—কিন্তু তা হইলে কি হয়! জমিদার, অচ্ছল মেয়ে যে স্নেহে অচ্ছন্দে থাকিবে—



রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্কীতী গিয়া দেবদাসকে জাগাইল। দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?” পার্কীতী বলিল—“মাথা কাটা বেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।”

দেবদাস বলিল—“পারু আমাকে ছাড়া কি তোর কোন উপায় নেই?”

পার্কীতী বলিল—“না।”

দেবদাস বলিল—“চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।”

—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে?”

—“কি ক'ি, যদি ছর্নাম রটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”—

কিন্তু উপায় কিছুই হইল না, দেবদাসকে কলিকাতার বাইতে হইল। আর পার্কীতীরও ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

পার্কীতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার দুঃখ ভুলিতে কলিকাতায় বন্ধু চুনীলালের সহিত চন্দ্রমুখীর গৃহে গেল এবং মদ খরিল। চন্দ্রমুখী বারণ করে; বলে দেবদাস! “আর মদ খেও না, সহিতে পারবে না।”

দেবদাস বলে—“সহিতে পারবো বলে মদ খাইনে, এখানে আসবো বলে মদ খাই……লোকে পাগ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে এসে মাতাল হই।……”

এমন করে দেবদাসের দিন যায়। এদিকে পার্কীতী তাহার স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।……

ছোট্ট বৌটির আগমনে জমিদার ভুবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মাহুঘ চিরকাল থাকেনা……দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই দ্বিজদাস ও বৌদিদি দেবদাসের অশেষ জমিদারী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

দেবদাসের সেই শয়ন ঘর—রাত্রি সেই একটা—পার্কীতী আবার আসিল। তাহার ছেলেবেলার সেই দেবদাস দ্রুগতি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি মদ খেতে শিখলে কেন, আর কত হাজার টাকা

নাকি গয়না গড়িয়ে দিয়েছ”……আরও বলিল—‘দেবদাস’, ‘আমি যে মরে যাচ্ছি—কখনো তোমার দেবা করতে পেলাম না, আমার আজন্মের সাধ—’ দেবদাসের চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা করিল—“একথা কখনও ভুলবো না—আমাকে যত্ন করলে যদি তোমার দুঃখ বেচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার আগেও একথা আমার স্মরণ থাকবে।”

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে বে তাহার বন্ধন কিছুই নাই। পার্কীতী, সে যে আজ পরস্রী—তাহাকে সে যে জন্মের মত হারাইয়াছে। চন্দ্রমুখী?—না তাহার ঘৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু মনকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই নিজের সমস্ত দুঃখ ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

দিন যায়……একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাস্তার উপর পড়িয়া আছে—গায়ে জ্বর, লিভারের ব্যাধার শরীর বৃষ্টি আর চলে না। চন্দ্রমুখী তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিল, তাহার সর্কষ দিয়া সুশ্রাবা করিয়া দেবদাসকে আবার ভাল করিয়া তুলিল। চন্দ্রমুখী বে দেবদাসকে ভালবাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া দেবদাস একদিন জিজ্ঞাসা করিল—“চন্দ্রমুখী, তুমি আমার কেন এত প্রাণপণে সেবা করছ?” চন্দ্রমুখী বলিয়া ফেলিল—“তুমি আমার সর্কষ, তাকি আজও বুঝতে পারনি?” দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—“তা পেরেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাই না”……দেবদাস চলিয়া গেল।

মরণের পথে দাঁড়াইয়া দেবদাসের মনে পড়িল, পার্কীতীর কাছে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা। সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে যাইবে……দেবদাস তাই ফিরিল। সংসারে তার সব চেয়ে আপনান পার্কীতী। তাহারই কাছে পৌছিতে হইবে।

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটল না।

আর পার্কীতী?



## গান

( ১ )

যেতে হ'বে যেতে হ'বে যেতেই হবে রে ।  
 অবোধ শিশুর মত বাণী বিশ্ব করে কানাকানি,  
 বলে—“যেতে দিবনা রে” প্রেমেরি গরবে ॥  
 মরমের এই প্রার্থনা যে প্রকাশ করা শুধুই সাজে  
 হার মানিয়ে বারে বারে আসবে সময় যবে ।  
 বৃক ভরা সব স্নেহের বীধন তবু বিফল হ'বে ॥  
 গভীর দুঃখ-ব্যথায় মগন নিখিল আকাশ ধরা  
 যতই চলি শুনি যেন ব্যাকুল করা স্বরটা কেন  
 সেই পুরাতন বিপুল কাদন অসীম মায়ায় ভরা ।  
 মানব হৃদয় একতারাতে উঠেছে ধ্বনি দিবস রাতে  
 “যেতে নাহি দিব তোমায়”—অনাহত রবে ॥

( ২ )

আহা মরমে মরিয়া রই দেখি ও বদন-চাঁদে  
 প্রাণ নিলে দিলে কই শুধু বেঁধে গলে ফাঁদে ।  
 মনে পড়ে সেই দিগ্টি  
 অধরে চুম্বন মিষ্টি

বাসর শয়ন লাগি আকুল কামনা কঁাদে ।

( ৩ )

তুমি একলা ঘরে রও গো তোমার  
 চেয়ে বিজন পথের পারে ।  
 কোন্‌ ধ্যানের ধনে ক্ষণে ক্ষণে  
 দেখবে বলে হৃদয় দ্বারে ।

কি যেন চাও বলবে কারে কিছুই তোমার হয় না বলা  
 থাকে সেগো অগম দেশে, মিছে অভিসারের চলা ।

পথ যে স্তম্ভর সব অচেনা,

বিফল প্রাণের লেনা দেনা রে ।

ও যে অশ্রু-ঈশি রও একাকী আপন বাতায়নের ধারে ।

( ৪ )

গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাস্ক কপোল খানি ।  
 ভোমরা সম গুণ-গুণিয়ে শুনিয়ে যাবো প্রণয় বাণী ॥

একটু তোমার পরশ লাগি পরাণ আমার হয় বিরাগ  
 পিয়াস জাগায় অধর তব দেয় কামনার খবর আনি ॥  
 কুঁড়ির বৃক্কে গন্ধে যেমন কঁাদে সমীর মিলন তরে ।  
 তোমায় যাচি বাসনা মোর আকুল আশায় কেঁদে মরে ॥  
 প্রেম যদি না দিলে প্রাণে আসবো তবে কিসের টানে ।  
 তবু কেন চোখের কোনে হাসির খেলা নাহি জানি ॥

( ৫ )

কাহারে যে জড়াতে চায় ছুটা বাহুলতা ।  
 কে শুনেছে মোর পরাণের নীরব আকুলতা ।  
 হৃপ্পুর বলে নাচের তালে  
 বীধবো তারে প্রেমের জালে,  
 তুই অধরে শুনাবে যে  
 মদির মিলন কথা ॥  
 দেব বৃক্কের 'পরে  
 আলিঙ্গনের লতার ডোরে  
 আজকে বঁধু যৌবনেরি  
 জাগাও চপলতা ॥

( ৬ )

ওরে আমার কুঁচ বরণ পরাণ-সখীরে ॥  
 চোখের পলক পড়ে না মোর তাহার লাগিরে ।  
 আঁকা বাঁকা এ পথ ধরে চলছি দিবা রাত্তি ॥  
 নিভ নিভ হয়ে এলো এই জীবনের বাতি ।  
 কান্নারি স্বর হরে যায়রে বাহাই বকিরে ॥

( ৭ )

ও তোর মরণ যেদিন আসবে কাছে  
 পারের বাঁশী বাজবে কানে ।  
 যেন বহে প্রাণে শান্তি ধারা  
 একটা ব্যাকুল অশ্রু দানে ॥  
 তোর জীবনের কল্যাণী সে নাশে যেন বিষাদবিষে ।  
 সহজ মনে যেন রে তুই পারিস যেতে দূরের পানে ॥  
 ওরে শূন্য বিদায় না হয় যেন বিফল বিদায় চরম ক্ষণে  
 ব্যথায় কল্পণ মুখখানি তোর ওঠে ভাসি চোখের কোণে  
 যেন ললাটে তোর পৌছে এসে স্নেহে কর'পরশ-শেষে  
 ভরা তাহার হৃদয় পরাণস্বমুখে তোর যেন আনে ।



---

Published by Aurora Film Corporation Limited and Printed at Prosanna Printing Press,  
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

---



নিউ থিয়েটার্স' কর্তৃক প্রযোজিত



শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

শরৎ চন্দ্রের

# দেবদাস

পরিবেশক :-

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা



--দেবদাস--

চরিত্র

দেবদাস	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
পার্বতী	...	যমুনা
চন্দ্রমুখী	...	চন্দ্রাবতী
ক্ষেত্রমণি	...	ক্ষেত্রবালা
চুণীলাল	...	অমর মল্লিক
ভুবন চৌধুরী	...	দীনেশ দাস
ধর্মদাস	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অক্ষ তিখারী	...	কৃষ্ণচন্দ্র
দ্বিজদাস	...	নির্মল দাস গুপ্ত
জনৈক ভদ্রলোক	...	সায়গল
মহেশ	...	শৈলেন পাল
গাড়াওয়ান	...	অহি সান্দাল
যশোদা	...	লীলা
জলদবালা	...	কিশোরী
বড় বৌ	...	প্রভাবতী

দেবদাস

( গল্পাংশ )

তালসোনাপুর গ্রামের—

জমিদার নারায়ণ মুখুঞ্জের ছেলে—“দেবদাস”

আর পড়সী নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর মেয়ে—“পার্বতী”।

\* \* \*

পিতা বলিলেন “দেবো! কলকাতায় যাক—সেখান থেকে ভাল করে পড়াশুনো করতে পারবে।”

পার্বতী দেবদাসকে একা পাইয়া বলিল—“দেবদা, তুমি বুঝি কলকাতায় যাবে?” দেবদাস বলিল—“আমি কিছুতেই যাব না।” কিন্তু—দেবদাসকে কলিকাতায় যাইতে হইল।

\* \* \*

চার বৎসর কাটয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে দেবদাসের এত পরিবর্তন হইয়াছে। বাল্যশ্রুতি বিজড়িত সেই স্থখ দুঃখের কথা……সেই হাসি কান্না মারামারি খেলাধুলার কথা……।

পার্বতীর বিবাহের বয়স হইল। পারুর ঠাকুমা দেবদাসের জননীর কাছে তাহাদের বিবাহের কথা পাড়িলেন। কিন্তু বেচাকেনা চক্রবর্তী ঘরের মেয়ে? কর্তা বলিলেন—“কুলের কি মুখ হাসাব?”

পার্বতীর পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—“মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হবে না—বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুংসিত নয়।”

তাই বর্তমান জেলার এক গ্রামের জমিদার ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বর দোজবরে বড় বড় ছেলে মেয়ে বয়স চল্লিশ—কিন্তু তা হইলে কি হয়। জমিদার স্বচ্ছল অবস্থা—মেয়ে যে স্ত্রণে স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

\* \* \*



রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে—পার্বতী দেবদাসকে জাগাইল। দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল—“কাল তোমার কি লজ্জা মাথা কাটা যাবে না? পার্বতী বলিল—“মাথা কাটা যেত, যদি না আমি নিশ্চয়ই জানতুম আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।”

দেবদাস বলিল—“পারু আমাকে ছাড়া কি তোর উপায় নেই?”

পার্বতী বলিল—“না।”

\* \* \* \*

দেবদাস বলিল—“চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।”

—“তুমি আমার সঙ্গে যাবে?”

—“ক্ষতি কি, যদি দুনিয়ায় রটে হয়তো বা কতকটা উপায় হতে পারে”—

কিন্তু উপায় কিছুই হইল না দেবদাসকে কলিকাতায় যাইতে হইল। আর পার্বতীরও ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

\* \* \* \*

জমিদার পুত্র—কলিকাতা—বন্ধুবান্ধব ও পার্বতীকে হারাইয়া দেবদাস তাহার দুঃখ ভুলিতে মদ ধরিল। চন্দ্রমুখী বারণ করে, বলে—“দেবদাস! আর মদ খেও না, সেইতে পারবে না।”

দেবদাস বলে—“সইতে পারবো বলে মদ খাইনে এখানে আসবো বলে মদ খাই……লোকে পাপ কাজ আধারে করে, আর আমি এখানে এসে মাতাল হই।……

এমন করে দেবদাসের দিন যায়। এদিকে পার্বতী তাহার স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।……

ছোট্ট বৌটির আগমনে জমিদার ভুবন চৌধুরীর নিরানন্দ গৃহে আবার হাসি ফুটয়া উঠিল।

\* \* \* \*

মাহুষ চিরকাল থাকে না……দেবদাসের পিতার মৃত্যু হইল। বড় ভাই দ্বিজদাস ও বৌদিদি দেবদাসের অংশের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিলেন এবং দেবদাসের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

দেবদাসের সেই শয়ন ঘর রাত্রি সেই একটা, পার্বতী আবার আসিল। তাহার ছেলোবেলার সেই দেবদার দুর্গতি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি মদ খেতে শিখলে কেন, আর কত হাজার টাকার নাকি গয়না গড়িয়ে দিয়েছ?”……আরও বলিল—“দেবদা, “আমি যে মরে যাচ্ছি—কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার আজন্মের সাধ—” দেবদাসের চোখে জল আসিল। দেবদাস প্রতিজ্ঞা করিল “একথা কখনও ভুলবো না—আমাকে যত্ন করলে যদি তোমার দুঃখ ঘোচে—আমি তোমার কাছে যাব। মরবার আগেও একথা আমার স্বরণ থাকবে।”

দেবদাস বড় ভাইয়ের কাছে বাকী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সংসারে যে তাহার বন্ধন কিছুই নাই। পার্বতী সে যে আজ পরস্ত্রী—তাহাকে সে যে জন্মের মত হারাইয়াছে। চন্দ্রমুখী?—না তাহার ঘৃণা হয়। দেবদাস তাই শুধু মদকে জীবনের একমাত্র সঙ্গী করিয়া, তাহাতেই নিজের সমস্ত দুঃখ ডুবাইয়া দিব্য চেষ্টা করিল।

দিন যায়……একদিন মাতাল হইয়া দেবদাস রাত্তার উপর পড়িয়া আছে—গায়ে জ্বর, লিভারের বাথা—শরীর বুঝি আর চলে না। চন্দ্রমুখী তাহাকে রক্ষা হইতে ফুড়াইয়া আনিয়া, তাহার সর্ব্ব্ব দিয়া শুশ্রূষা করিয়া দেবদাসকে আবার ভাল করিয়া তুলিল। চন্দ্রমুখী যে দেবদাসকে ভালবাসিয়াছে। সারিয়া উঠিয়া দেবদাস একদিন জিজ্ঞাসা করিল—“চন্দ্রমুখী, তুমি আমায় কেন এত প্রাণপণে সেবা করছ?” চন্দ্রমুখী বলিয়া ফেলিল—“তুমি আমার সর্ব্ব্ব, তাকি আজও বুঝতে পারনি?” দেবদাস ধীরে ধীরে বলিল—“তা পরেছি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাই না”……দেবদাস চলিয়া গেল।

মরণের পথে দাঁড়াইয়া দেবদাসের মনে পড়িল, পার্বতীর কাছে তাহার প্রতিজ্ঞা সে যে বলিয়াছিল মৃত্যুর আগে সে যাইবে……দেবদাস তাই ফিরিল। সংসারে তার সব চেয়ে আপনার পার্বতী। তাহারই কাছে পৌঁছিতে হইবে।

দেবদাসের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

আর পার্বতী?